বেদুঈন সাত্তারের একান্ত কথন

মিলন কুমার চৌধুরী

অফিস এসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নড়াইল

(লিগ্যাল এইড অফিস, নড়াইল কর্তৃক বিগত ২৫ মে, ২০২২ ইং তারিখ সাত্তার মোল্লার নিজ গৃহে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার সহ বেদুঈন সাত্তারের জীবন ও কর্ম বিষয়ে আলোচনা)

প্রযুক্তির কল্যাণে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন নড়াইলের সাত্তার মোল্লার কথা জানেন। নড়াইলবাসীর সৌভাগ্য যে তাদের মধ্যে এখনো একজন বেদুঈন সাত্তার আছেন যার সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনেক স্মৃতিকথা।

নড়াইল এর বেদুঈন সাত্তার এর সাথে কিছু সময়

গত বছরের প্রথম দিকে আমি সম্ভবত সমকাল পত্রিকার মাধ্যমে নড়াইল এর বেদুঈন সাত্তারের কথা শুনি। তখন থেকেই খুব ইচ্ছে হত আমি সামনাসামনি তাকে দেখব। সেই সুযোগ এনে দিয়েছিল লিগ্যাল এইডের ম্যাগাজিন। আমরা আমাদের ম্যাগাজিনে নড়াইলের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে “আমরা তোমাদের ভুলব না” নামেএকটা সেগমেন্ট রেখেছিলাম। সেখানে আমরা লিগ্যাল এইডের পক্ষ থেকে বেদুঈন সাত্তারের একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিলাম যেটা ঐ সেগমেন্টের ২ জন আইনজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধার লেখার সাথে স্থান পেয়েছিল। [যারা আমাদের ম্যাগাজিন পড়েছেন তারা নিশ্চই ইতোমধ্যে দেখেছেন]। লিগ্যাল এইড জনমানুষের দোরগোড়ায় আইনী সহায়তা পৌঁছে দেয়। এই ধারনায় আমরা ২৫ মে, ২০২২ ইং তারিখ অন্যান্য মাগাজিন থেকে ব্যাতীক্রমী হলেও আমারা মাদের মাইক্রো আর লিগ্যাল এইড নড়াইল এর টিম (লিগ্যাল এইড অফিসার পশুপতি বিশ্বাস, আমি ও লিগ্যাল এইডের অফিস এসিস্ট্যান্ট মিলন ) সরাসরি তার গ্রামের বাসায় চলে গেলাম।

নড়াইল নড়াইল এর বেদুঈন সাত্তার এমন একজন ব্যাক্তি যিনি সুদীর্ঘ ৩৪ বছর খালি পায়ে হেটেছেন মাইলের পর মাইল। কারন ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এর কালোদিন। সেদিন সকালের দিকে বাজারে গিয়ে শুনতে পান বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছে কিছু বিপথগামী সৈনিক। সংবাদ শুনেই সাত্তার মোল্লা অজ্ঞান হয়ে যান, জ্ঞান ফিরে জানতে পারেন বাড়ির সিঁড়িতে পড়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর গায়ে চাদর ছিল না, ছিল না স্যান্ডেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন বঙ্গবন্ধুর খুনের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আর চাদর গায়ে জড়াবেন না, পায়ে দেবেন না স্যান্ডেল। এরপর থেকে নড়াইলের বিভিন্ন এলাকায় তাকে দেখা গেছে খালি পায়ে হাঁটতে। ২০১০ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনির ফাসির রায় কার্যকর হওয়ার খবর শুনে ৩৪ বছর পর স্যান্ডেল পায়ে দেন এই বেদুইন সাত্তার। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বেদুঈন সাত্তার এর বাড়ি জালিয়ে দেয়, তার বড় ভাই গোলাম সরোয়ার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তিনি পাকিস্তানিদের হতে ধরা পড়ে গেলে তাঁকে হাত পা বেধে ঝোলানো হয় একটি গাছে। যুদ্ধশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার হিসাবে তাকে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক দেন।

আমরা যখন তার বাড়ি গেলাম তখন বেদুঈন সাত্তার একা একা লাঠির সাহায্যে পুরো উঠোন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যে তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তাকে ডেকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন আমরা সাংবাদিক। পরে আমাদের পরিচয় পেয়ে একিসাথে আনন্দিত হয়ে উঠেন সাত্তার মোল্লা। নিজেই তাঁর বাড়ির সামনে পথ চিনিয়ে নেন লিগ্যাল এইড অফিস টিমকে। কথায় কথায় তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ জানালেন সাত্তার মোল্লা বয়স জনিত কারনে অনেক কিছুই মনে করতে না পারলেও বঙ্গবন্ধুর অনেক স্মৃতি এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন। তিনি একজন দানশীল জনহিতৈষী মানুষ। তিনি তাঁর নাতি নাতনি সহ এলাকার সকল শিশুদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সব সময় খোঁজ রাখেন। প্রায়ই স্কুলে গমনরত শিশুদের পেন্সিল, রবার ও পড়ালেখার জিনিস কিনে দেন এখনো।

আজকের এই লেখায় নড়াইলের গর্ব বেদুঈন সাত্তারের সাথে বিজ্ঞ লিগ্যাল এইড অফিসার, নড়াইল এর একান্ত কথন হুবুহু তুলে ধরা হলঃ

লিগ্যাল এইড অফিস- কেমন আছেন আপনি?

বেদুঈন সাত্তার- (হেসে দিয়ে) অনেক ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। এই দেখেন (চারপাশের নাতি নাতনী ঘর –বাড়ী দেখিয়ে) আমার সব কিছুই আছে। অনেক ভালো আছি।

লিগ্যাল এইড অফিস- আপনার বয়স এখন কত?

বেদুঈন সাত্তার- তা প্রায় ৯৪ হতে পারে।

লিগ্যাল এইড অফিস- বঙ্গবন্ধুর কথা মনে আছে আপনার?

বেদুঈন সাত্তার- (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, গেঞ্জির হাতায় চোখ মুছে) কি মানুষ আমরা হারালাম।

লিগ্যাল এইড অফিস

- (তাঁকে ধাতস্থ হতে সময় দিয়ে)- বঙ্গবন্ধুর কি কি কথা মনে আছে আপনার?

বেদুঈন সাত্তার- আমাকে খুব ভালবাসত। মিটিং এ আমাকে খুঁজতেন। আমাকে অনেক খাওয়াতেন। আমি চাঁদা তুলে দিতাম।

লিগ্যাল এইড অফিস- কি খাওয়াতেন?

বেদুঈন সাত্তার- আমাকে গামলায় খাবার দিতে বলত ভাবীকে। ভাবী অনেক কিছু খাওয়াতো। আর মিটিং এর সময় বঙ্গবন্ধু মিটিং শেষে পাশে বসায় খাওয়াতো।

লিগ্যাল এইড অফিস – বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর আপনি কি করলেন?

বেদুঈন সাত্তার- (আবার কান্না শুরু করেন। কান্না থামলে বলতে লাগলেন) ওরা কেন এমন মানুষটাকে মারল! কেমন করে পারল।

লিগ্যাল এইড অফিস? আপনি কত বছর পায়ে জুতা পড়েন নাই

বেদুঈন সাত্তার- যেদিন তাঁর ফাঁসির রায় হয় সেদিন পর্যন্ত।

লিগ্যাল এইড অফিস- এত দীর্ঘ সময় আপনি পায়ে কিছু পড়েন নাই, আপনার কষ্ট হয় নাই চলতে?

বেদুঈন সাত্তার- বঙ্গবন্ধু তো আরো কষ্ট পেয়েছে। আমার কষ্ট কিছু না।

আপনি কি কিছু দাবী করেন বা আপনার কি কোন ইচ্ছা আছে?

বেদুঈন সাত্তার- জি না। আমার কোন কিছু চাওয়ার নাই। আল্লাহ আমাকে অনেক ভালো রেখেছে।

সাক্ষাৎকার শেষে তাঁর সাথে আরো কিছুক্ষন সময় কাটিয়ে লিগ্যাল এইড অফিস যাত্রা শুরু করে আপন গন্তব্যে। সাথে নিয়ে আসে বেদুঈন সাত্তারের কথামালা।

শেষ করছি সাত্তার মোল্লার বেদুঈন সাত্তার হওয়ার গল্প দিয়েঃ

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু খুলনায় এসে জনসভা করেন সার্কিট হাউস মাঠে। নড়াইলের বড় নেতারা সব উপস্থিত। তবে বঙ্গবন্ধু সাত্তারকে দেখতে না পেয়ে বলেন, ‘নড়াইলের সাত্তার আসেনি, সাত্তার কই?’ তখন বঙ্গবন্ধুর সামনে এগিয়ে যান কালিয়ার মুক্তিযোদ্ধা সর্দার আবদুস সাত্তার। বঙ্গবন্ধু বলে ওঠেন, ‘আরে এ সাত্তার নয়, আমার বেদুইন সাত্তার কই?’ উপস্থিত জনতা শব্দ করে হেসে ওঠে। এরপর সাত্তার মোল্লা দ্রুত দৌড়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে চলে যান। বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘তুই তো সব জায়গায় থাকিস, সবখানেই তোকে পাওয়া যায়, তুই তো বেদুইন, আজ থেকে তোর নাম বেদুইন সাত্তার। ’ সেই থেকে বিষ্ণুপুর গ্রামের সাত্তার মোল্লা হয়ে যান বেদুইন সাত্তার।